সংস্কৃতিচর্চা—অন্য দৃষ্টিতে

বিজিতকুমার দত্ত

শিবনারায়ণ আসলে আমাদের মনের আলস্যকে বরদাস্ত করতে চান না। শেক্সপীয়রের বেগানা চরিত্র শাইলক, ওথেলোকে তিনি নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চান। শাইলকের প্রতি যে তীব্র ঘৃণা নাটকে প্রকাশিত হয়েছে, শিবনারায়ণ তাকে জাতিবিদ্বেষপ্রসূত বলে মনে করেন। ওথেলোর নিগ্রো রক্তের মধ্যে আদিম শক্তি আবিষ্কার করে তিনি বিস্মিত হন। এমনও শিবনারায়ণ বলতে চান যে, ডেসডিমোনাও ওথেলোকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনি। তাঁর বক্তব্য, ওথেলোকে সম্পূর্ণ বোঝা ইউরোপীয় পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। তখনই মনে হয় শেক্সপীয়রের অসাধারণ প্রতিভার কথা। পটুয়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ আমাকে চমকে দেয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পটুয়া বলতে আপত্তি করবেন না। বলেছেনও এক-আধবার। কিন্তু প্রবন্ধের শিরোনাম যখন 'পটুয়া রবি ঠাকুর ও চিত্রবিপ্লব' পেয়ে যাই, তখন ভাবতে হয়, প্রাবন্ধিকের মেজাজ ও রুচির কথা। 'ব্রাত্য' রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়ে দেবার জন্যই কি শিবনারায়ণের এই প্রয়াস। যাই হোক পটুয়া রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আদিম সংস্কার কিভাবে জায়গা করে নিল, কেন অন্ধকার রবীন্দ্রনাথের ছবিতে উঠে আসে, তার জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন শিবনারায়ণ। অনেককাল আগের প্রবন্ধের উদ্ধৃত ভাষা এখন অনেকটাই নমনীয়, তথাপি শিবনারায়ণ তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সরে আসেননি। তিনি মনে করেন, 'ভদ্রলোক' রবীন্দ্রনাথ, যা তাঁর অন্যান্য রচনায় বলতে পারেননি, সেই অভাব লোভ, হিংসা, নৈরাশ্য, ক্রোধ, কুৎসিত-কে স্থান দিলেন চিত্রে। আমরা তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হতে পারি কিন্তু তাঁর বক্তব্য ভাববার মতো। এই প্রবন্ধে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি সম্বন্ধে আকস্মিক যে মন্তব্য করেছেন, তা আমাদের অবিবেচনাপ্রসূত বলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা প্রসঙ্গে সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণের শিবনারায়ণ রায় কি কোনো জবাবই দেবেন না? তা না হলে আলোচনা অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে। সংস্কৃতির জগতে শিবনারায়ণ বিশ্বনাগরিক। তাঁর গণেশ হালুইয়ের সঙ্গে আধুনিক চিত্রকলার তৌলন আলোচনা আমাদের স্পর্শ করে। বাংলা - সাহিত্য ডিঙিয়ে শিবনারায়ণ সার্ত্রের শেষ জীবনের সংবাদ নিতে আগ্রহী। সিমন বোভোরায়-এর ডায়েরির কিছু অংশ পাঠকদের উপহার দিয়েছেন শিবনারায়ণ। শিবনারায়ণ বলেন জরার বিরুদ্ধে সার্ত্রের সংগ্রাম আমাদের মৃত্যুভীতিকে কিছুটা সহনীয় করে তোলে। অন্যদিকে বাংলাদেশের শক্তিশালী ঔপন্যাসিক ওয়ালীউল্লাহার উপন্যাস পড়ে তিনি মুগ্ধ হন। তন্নতন্ন করে ওয়ালীউল্লাহর জীবনী সংগ্রহ করেন শিবনারায়ণ। আবার আমাদের বিদ্রোহী গল্পকার-ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে শিবনারায়ণের কৌতূহল লক্ষ করি। যে-সব লেখক ছাঁচ ভেঙে ফেলতে চাইছেন তাঁদের দিকে আমাদের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন শিবনারায়ণবাবু। বিদেশি প্রভাব সত্ত্বেও শিবনারায়ণ এঁদের লেখার উঁচুদরের প্রশংসা করেছেন। এই লেখাটিও ('সহৃদয় পাঠকের সন্ধানে পাঁচজন আধুনিক বাঙালি ঔপন্যাসিক') একটু চমক সৃষ্টি করে। গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে শিবনারায়ণের উত্তেজক এই লেখা পাঠকদের পাঁচজন ঔপন্যাসিকের প্রতি নিশ্চয়ই কৌতূহল জাগাবে। আমরা ওই পাঁচজনের কারও কারও রচনায় শক্তির পরিচয় পেয়েছি কিন্তু ছাঁচ ভেঙে ফেলে নূতন কোনও ছাঁচের সন্ধান তাঁরা দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। গল্প বা উপন্যাসের শৈলীর দিক থেকে তাঁদের পরীক্ষা আমাদের কাছে খুব বেশি উৎসাহপ্রদ বলেও মনে হয়নি। শিবনরায়ণের প্রবন্ধে চকিত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কিছু প্রবন্ধে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য শিবনারয়ণকে জানতে সাহায্য করে। কিছুদিনের জন্যে বাংলাদেশে বাস শিবনারায়ণের কাছে স্মরণীয়। সেই স্মরণীয় দিনগুলি এই প্রবন্ধে উজ্জ্বল হয়ে আছে। শিবনারায়ণ রায় দর্শনশাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পাঠক। কিন্তু তাঁর কৌতূহলের বিস্তার লক্ষ করবার মতো। দর্শন, সাহিত্য, চিত্রকলা সব জগতেই তাঁর বিচরণ অবাধ। কয়েটি বিদেশি ভষা জানেন বলেই বিদেশি সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি অনর্গল বলতে পারেন। আমাদের আলোচ্য বইতে এইরকম আভাস পাওয়া যায়। শিবনারায়ণবাবুর খোলামেলা দৃষ্টিভঙ্গিও পাঠককে টানে। সাহিত্যজিজ্ঞাসায় শিবনারায়ণ যেমন শেক্সপীয়র গ্যেটে পড়ে তৃপ্তি পান তেমনি তাঁর হাল আমলের গল্পকার সম্বন্ধেও প্রীতিপক্ষপাত দেখতে পাই। অ্যাকাডেমিক চৌহদ্দিতে তিনি নিজেকে বেঁধে রাখতে চান না। আবার অ্যাকাডেমিক আলোচনাকে বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেন। কর্মসূত্রে বিভিন্ন দেশে ঘুরেছেন শিবনারায়ণ রায়, মনের প্রসারও বাড়াতে পেরেছেন সেই কারণে।

বুদ্ধির চর্চায় নিরলস বলে শিবনারায়ণবাবু যুক্তি দিয়ে বুঝতে চান সব কিছু। এবং ডিসিপ্লিনকে মানতে হবে বলে তিনি ভালো ছেলে হয়ে অনেক অপ্রিয় সত্যকে গোপন করতে নারাজ। সেজন্যেই, বোধ করি, একদা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বঙ্গবাসীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। উপেক্ষিত লেখক সম্পর্কে তিনি প্রায় অমিত রায়ের মতোই অমিত শক্তিশালী ভাষায় গুণগান করতে অকুণ্ঠ। এম. এন. রায়ের গুণমুগ্ধ শিবনরায়ণ র‍্যাডিক্যাল চিন্তার পোষক। এই বইয়ের প্রবন্ধগুলি পড়লেই বোঝা যাবে তিনি, বয়োজ্যেষ্ঠ লেখকদের রচনা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটু কঠিন সমালোচনা করতে দ্বিধাগ্রস্ত নন। রাজশেখর বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়ের যে চিঠি এখানে আমরা পাই তাতে দেখি তাঁরা শিবনারায়ণ বাবুকে মানতে এক পা এগিয়ে গিয়ে দু'পা পিছিয়ে এসেছেন। রেনেসাঁস সম্পর্কে শিবনারায়ণবাবুর বিশেষ ধারণাকে অন্নদাশঙ্কর রায় মানতে চাননি। রিফর্মেশন এবং বিদ্রোহ এই দুইয়ের টানাপড়েনে ঊনবিংশ শতাব্দৈর শিক্ষিত মানুষ দুলেছিল। অন্নদাশঙ্কর এইরকম মনে করেন। শিবনারায়ণ সেই প্রসঙ্গ উদ্ধার করেছেন কিন্তু ভালো জবাব দেননি। সাহিত্যে অশ্লীলতা (ভালগারিটি) প্রসঙ্গে রাজশেখর বসু সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো ভাষায় শিবনারায়ণের প্রতিবাদ করেছেন। সাহিত্যের ধ্রুব সত্যকে রাজশেখর বসু এবং অন্নদাশঙ্কর রায় যেভাবে আঁকড়ে ধরেছেন শিবনারায়ণ সেই ধ্রুবত্ব সম্বন্ধেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজের উত্তর গ্রন্থভুক্ত করেছেন। কিন্তু এর পরে প্রবীণ লেখক দু'জন কি বলতেন, সে উত্তর কিন্তু আমরা পেলাম না। নিজের সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ করে শিবনারায়ণ অবশ্যই সততা এবং আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

দেশ, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২